দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 3 1 AUG 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

লন্ডনে বহিষ্কারের ঝুঁকিতে দুই হাজার বিদেশি শিক্ষার্থী

এদের মধ্যে বাংলাদেশিও আছে

■ বিবিসি

লন্ডনে মেট্রোপলিটান বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাইরের দেশ থেকে শিক্ষার্থী নেবার লাইসেন্স সরকার বাতিল করে দেয়ায় ব্রিটেন থেকে বহিষ্কারের ঝুঁকিতে পড়েছেন দু' হাজারের ওপর শিক্ষার্থী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের ভিসা অনুমোদনের অধিকার সরকার বাতিল করে দিয়েছে। এদের বেশিরভাগই এশিয়ার বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থী। বাংলাদেশেরও কয়েকশ' ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে বলে লন্ডনের একটি সূত্র জানায়।

যুক্তরাজ্য সরকারের অভিবাসন মন্ত্রী ড্যামিয়েন গ্রিন বলছেন, পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

লন্ডনে বহিষ্কারের ঝুঁকিতে

২০ পৃষ্ঠার পর

মেট্রোপলিটান বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কিছু মৌলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে।

মন্ত্রী বলেছেন, 'এই বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষার্থীদের ক্লাসে হাজিরার বিষয়টি যথাযথ নজরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে এবং চারভাগের একভাগ ছাত্রর ব্রিটেনে থাকারই অধিকার নেই।'

মিঃ গ্রিন আরো বলেছেন, বহু শিক্ষার্থীর পর্যাপ্ত ইংরেজি জ্ঞান নেই এবং বিশ্ববিদ্যালয়টির অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থী সম্ভবত নিয়মিত ক্লাসেও উপস্থিত থাকে না। 'আমি কাউকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি না, শুধু আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করছি', বলেছেন মন্ত্রী ড্যামিয়েন গ্রিন।

ড্যামিয়েন গ্রিন

সরকারের এই সিদ্ধান্তের অর্থ দাঁড়াচ্ছে ইইউর বাইরের দেশগুলো থেকে আসা দু' হাজারের বেশি ছাত্রকে এখন ৬০ দিনের মধ্যে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হবে না হয়ত তাদের দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হবে।

আমি কাউকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি না, শুধু আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করছি।

ড্যামিয়েন গ্রিন, ব্রিটিশ অভিবাসন মন্ত্রী

বুধবার রাতে যুক্তরাজ্যের অভিবাসন কর্তৃপক্ষ ইউ.কে. বর্ডার এজেন্সি এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেছে, ছয় মাস আগে মেট্রোপলিটান ইউনিভার্সিটির এই সমস্যা চিহ্নিত করে তাদের যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছিল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের এই ব্যর্থতা সম্পর্কে কোনোরকম ব্যবস্থাই নেয়নি।

ইংল্যান্ডের উচ্চশিক্ষা ফান্ডিং কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এটি একটি নজিরবিহীন ঘটনা এবং শুধুমাত্র লন্ডন মেট্রোপলিটান ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রেই এই ব্যর্থতার নজির পাওয়া গেছে।

লন্ডন মেট্রোপলিটান ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৩০ হাজার এবং এখানে বাংলাদেশিসহ প্রচুর দক্ষিণ এশীয় ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনার জন্য ভর্তি ছিল।

কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, যুক্তরাজ্যের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইসেন্স বাতিল করা হচ্ছে না।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্তের কারণে যারা বহিষ্কারের ঝুঁকিতে পড়ছেন তাদের সাহায্য করার জন্য সরকার একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে।

ব্রিটিশ অভিবাসন মন্ত্রী ড্যামিয়েন গ্রিন বলেছেন, যে তিনটি ক্ষেত্রে মেট্রোপলিটান ইউনিভার্সিটির ব্যর্থতা ধরা পড়েছে সেগুলো হল-

১. যে ১০১ জন শিক্ষার্থীকে নমুনা ধরে তথ্য যাচাই করা হয়েছিল, সেখানে দেখা গেছে এদের এক চতুর্থাংশের ব্রিটেনে থাকার অধিকার নেই।

২. ইউনিভার্সিটির যেসব ফাইলপত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, তার থেকে দেখা গেছে 'উল্লেখযোগ্য সংখ্যক' শিক্ষার্থীর ইংরেজি যোগ্যতা সম্পর্কে 'যথাযথ কোনো তথ্য' নেই।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশ্চিত হওয়া উচিত যে, ছাত্ররা ভিসা নিয়ে সেখানে পড়াশোনা করতে আসছে, তারা স্টুডেন্টস-ভিসা নিয়ে ব্রিটেনে কাজ করতে ঢুকছে না। অভিবাসন কর্তৃপক্ষ নমুনা পরীক্ষায় দেখেছে অর্ধেকের বেশি ছাত্রের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো রেকর্ডই নেই যে, তারা ক্লাসে যোগ দিচ্ছে কী না।